করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কার কত দূর?

চীনে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫৩৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬ হাজার ৪৯২ জন। এছাড়া নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৬৪১ জন।

শনিবার চীনের মধ্য প্রদেশ হুবেইয়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো এ তথ্য জানিয়েছে। খবর বিবিসি বাংলার। বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি করা প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস যার নাম এখন কোভিড-১৯। এই রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে কাজ চলছে। এই রোগের ভ্যাকসিন নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। সবাই এখন জানতে চায় ভ্যাকসিন আবিষ্কার কত দূর।

কেউ হয়তো আশা করছেন কোনো একটি ঔষধ কোম্পানি দ্রুত এর ভ্যাকসিন বা টিকা বা প্রতিষেধক বাজারে আনবে।

আর আয় করবে মিলিয়ন বা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। বে বাস্তবতা হলো এটা হচ্ছে না এখনই। এ জন্য প্রয়োজন সময়ের। বৈশ্বিক ভ্যাকসিন বাজার চলতি বছরে ছয় হাজার কোটি ডলারে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে সেখানে বড় ধরনের লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বায়োটেকনোলজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান লংকার ইনভেস্টমেন্টের প্রধান নির্বাহী ব্রাড লংকার বলেন, তবে এই টিকা বা প্রতিষেধক সফলভাবে বের করে আনা বেশ জটিল কাজ। আর এর জন্য দরকার অনেক সময় ও অর্থের।

তিনি জানিয়েছেন, কোম্পানিগুলোতে ভ্যাকসিন তৈরি করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নেই। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ এখনও অনেক দূরে। বৈশ্বিক ভ্যাকসিন বা টিকা শিল্পে বড় নামগুলো যেমন পিফিজার, মার্ক, গ্লাক্সোস্মিথ, স্যানোফি এবং জনসন অ্যান্ড জনসন।

গত বছর বিশ্বব্যাপী টিকা বিক্রি হয়েছিল পাঁচ হাজার চারশো কোটি ডলার যা ২০১৪ সালের দ্বিগুণ। আর এ বৃদ্ধির মূল কারণ হলো- ইনফ্লুয়েঞ্জা, সোয়াইন ফ্লু, হেপাটাইটিস ও ইবোলার মতো রোগগুলো।

ভ্যাকসিন বাজারে আসবে।

তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা

সর্ষের তেল মাখলে যেসব রোগ কাছেও ঘেঁষবে না

এক সময়ের শিশুদের তেল মাখিয়ে রোদে রাখা হতো। সূর্যের ভিটামিন ডি শিশুদের হাড়ের জোর বাড়ায়। এ ছাড়া রোদ ত্বকেরও উপকার করে।

ত্বক বিশেষজ্ঞ সুমিত সেনের মতে, সর্ষের তেলে আস্থা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে সর্ষের তেল খাঁটি হতে হবে। ত্বকই নয়, হৃৎপিণ্ড, পেশিসহ হাজারো সমস্যার সামাধানে সর্ষের তেলের বিকল্প নেই। আসুন জেনে নেই সর্ষের তেলে যে সব উপকার-

১. ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সর্ষের তেল ও নারকেল তেল মিশিয়ে ১০ মিনিট মাসাজ করুন। তারপর ভালো করে মুখ ধুয়ে ঘুমোতে গেলে ত্বক যেমন নরম থাকবে, তমনই উজ্জ্বল হবে।

২. ত্বকে ডার্ক স্পট, ট্যান বা পিগমেন্টেশন ঠেকাতে বেসন, দই, লেবুর রসের সঙ্গে সর্ষের তেল মিশিয়ে মুখে ১০-১৫ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। তার পর ঠাণ্ডা পানির দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. সর্ষের তেলে রয়েছে ভিটামিন এ, ই এবং বি কমপ্লেক্স। ফলে এটি রিংকল কমাতে সাহায্য করে।

৪. অল্প সর্ষের তেল হাতের তালুতে ঘষে মুখে লাগিয়ে নিলে তা সূর্যের ক্ষতিকারক আলট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করবে। তবে বেশি তেলে মাখিয়া যাবেন না। বেশি মাখলে ধুলোবালি ধরে রাখে ত্বক।

৫. সর্ষের তেল অ্যান্টি ব্যাকটিরিয়াল ও অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদানে ভরপুর। তাই অ্যালার্জি ও র্যা শের হানা প্রতিরোধে করে।

৬. ত্বকের শুষ্কতা ও চুলকানি রুখতেও সর্ষের তেল ব্যবহার করতে পারেন। ৭. ঠাণ্ডা-কাশি ভালো করে সর্ষের তেল। ঠাণ্ডা ভালো করতে গায়ে ও বুকে মাখতে পারেন সর্ষের তেল। এ ছাড়া কালো জিরার সঙ্গে সর্ষের তেল মাখলে বেশি উপকার পাবেন।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

জেনে নিন মাস্ক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে চীনের কেন্দ্রীয় হুবেই প্রদেশে আরও ৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২২ জনে। চীনের হুবেই প্রদেশ ও বিভিন্ন এলাকায় এই পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৫৪৬ জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এই ভাইরাস প্রতিরোধে কোনো ওষুধ বা টিকা আর্বিষ্কার না হওয়ায় প্রতিরোধই হচ্ছে এই রোগ থেকে বাঁচার অন্যতম উপায়। এ ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, ঘরের বাইরে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। তবে ভাইরাস প্রতিরোধে কিভাবে মাস্ক পরতে হবে তা আমরা অনেকেই জানি না। ভারতীয় চিকিৎসক ডা. রোমিল এবং ডা. তরুণ সাহনি বলেন, সার্জিক্যাল মাস্ক উল্টো করে পরা উচিত নয়। সব সময় এর রঙিন দিকটা বাইরে থাকবে।

ঘর থেকে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মাস্ক বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও ব্যবহার করতে পারবে। তবে অবশ্যই ব্যবহারের নিয়ম জানা জরুরি।

আসুন জেনে নেই করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চিকিৎসকদের কিছু পরামর্শ-

১. করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গণপরিবহন ব্যবহার না করাই ভালো।

২. মাস্ক উল্টো করে পরা উচিত নয়। সব সময় এর রঙিন দিকটা বাইরে থাকবে।

৩. প্রচুর ফলের রস ও পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে।

৪. বাইরে থেকে ঘরে ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া উচিত। পারলে গোসল করলে ভালো।

৫. কিছু খাওয়া কিংবা রান্নার আগে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া, ডিম কিংবা মাংস রান্নার আগে ভালোভাবে সিদ্ধ করা।

৬. ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলা, নিয়মিত ঘর ও কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখা।

৭. ,অপ্রয়োজনে ঘরের দরজা-জানালা খুলে না রাখা।

৮. অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে না যাওয়ার। সর্দি-জ্বর হলেও ঘরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা।

তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

আরো পড়ুন-মেহেরপুরে হোমিও চিকিৎসকদের সম্মেলন

‘নাইট শিফট’ এর চাকরিজীবীরা যে বিপদ ডেকে আনছেন

যারা ‘শিফট’ভিত্তিক চাকরি করেন, তারা ঘুম ও বিপাকক্রিয়াজনিত সমস্যায় ভোগেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

আর এ সমস্যা দীর্ঘায়িত হতে থাকলে ব্যক্তি বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনছেন বলে সতর্ক করেছেন তারা।

পালাবদলের চাকরি করে ঘুমের সমস্যায় ভুগতে ভুগতে একসময় হৃদরোগীতে পরিণত হতে হয়।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-

মুখের ক্লান্তিভাব দূর হবে এক সেকেন্ডে

শীতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। এ কারণে ত্বক কুচকে যায়। চেহারায় দেখা দেয় ক্লান্তিভাব। এমনিতেই রুক্ষ, শুষ্ক ত্বক আর তার মধ্যে যদি থাকে ক্লান্তভাব তবে তা চিন্তার বিষয় বটে।

আপনি চাইলে মুখের এই ক্লান্তিভাব দূর করতে পারেন এক সেকেন্ডে। এক সেকেন্ডে মুখের ক্লান্তি দূর করবে ফেসিয়াল মিস্ট।

একবার স্প্রে করে নিন। মুহূর্তেই ফিরে পাবেন সতেজতা। তবে কৃত্রিম ফেসিয়াল মিস্ট ব্যবহার করতে না চাইলে ঘরে বানিয়ে নিতে পারেন পছন্দের ফেসিয়াল মিস্ট। ঘরে বসে ফেসিয়াল মিস্ট তৈরির উপায় আসুন জেনে নিই-

তিন কাপ পানি ফুটিয়ে আধা কাপ পুদিনাপাতা দিন। তারপর পানি চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এবার একমুঠো গোলাপের পাঁপড়ি যোগ করে আরও ১৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন।

পানি শুকিয়ে অর্ধেক হলে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। সবশেষে ছেকে স্প্রে বোতলে ঢেলে আধা চামচ লেবুর রস ও কয়েক ফোঁটা লবঙ্গ তেল মিশিয়ে মুখ বন্ধ করে ঝাঁকিয়ে নিন।

ক্লান্ত লাগলেই একবার স্প্রে করে নিন ফেসিয়াল মিস্ট।

তথ্যসূত্র: জিনিউজ

যে কারণে অন্য প্রাণী থেকে মানুষের দেহে নতুন রোগ ছড়াচ্ছে

চীনে করোনাভাইরাস ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই রোগে দেশটি এ পর্যন্ত ২৫৯ জন মারা গেছেন। আর আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার। অন্য অন্তত ১৬ দেশে এই নতুন ভাইরাস ছড়িয়েছে।

তবে করোনাভাইরাসের এই নতুন প্রজাতি ছড়িয়েছে বন্যপ্রাণী থেকে প্রাথমিকভাবে এমনটিই ধারণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। খবর- বিবিসি বাংলা। প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়ানো ভাইরাস কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তা বোঝা যাচ্ছে করোনাভাইরাস থেকে।

রয়াল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক টিম বেনটন বলছেন, গত ৫০ বছরে এ রকম অনেক ভাইরাস দেখা দিয়েছে। প্রাণীর দেহ থেকে সংক্রামক রোগের ভাইরাস মানুষের দেহে ঢুকে পড়েছে।

‘৮০-এর দশকে বানরজাতীয় প্রাণী থেকে এইচআইভি/এইডস ভাইরাসের সূচনা হয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত এভিয়ান ফ্লু ছড়িয়েছিল পাখী থেকে। তবে বাদুড় থেকে করোনাভাইরস ছড়িয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর শূকরের দেহ থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে ২০০৯ সালে দেখা দিয়েছিল সোয়াইন ফ্লু।

এর আগে বাদুড় ও গন্ধগোকুল থেকে ছড়ায় সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সার্স নামের রোগ। আর আফ্রিকায় ছড়ানো ইবোলা রোগেরও সূচনা হয়েছিল বাদুড় থেকে।

করোনাভাইরাস মূলত ছড়িয়েছে চীনের উহান শহরের একটি অবৈধ বন্যপ্রাণী বিক্রির বাজার থেকে। প্রথমে শোনা যায় সাপ থেকে এবং পরে বাদুড় থেকে এ রোগ ছড়ানোর কথা বলা হয়। তবে মানুষ সব সময়ই প্রাণীর দেহ থেকে আসা নানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

মানবদেহে নতুন যেসব সংক্রমণ দেখা যায় তার বেশিরভাগই আসে প্রাণী, বিশেষত বন্যপ্রাণী থেকে।

কীভাবে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে রোগ ছড়ায়?

বেশিরভাগ প্রাণীর দেহেই বাস করে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস, যা রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এদের বলা হয় প্যাথোজেন। এই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এক রকম অণুজীব। যাদের বাসস্থান হচ্ছে অন্য প্রাণীর দেহে। এরা ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করে টিকে থাকা। অন্যদিকে প্রাণীর দেহে যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ‘ইমিউন সিস্টেম’ থাকে তার কাজ হলো এসব ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসকে মেরে ফেলা।

তাই এসব অণুজীব টিকে থাকার একটি উপায় হলো নতুন নতুন হোস্ট বা নতুন প্রাণীর দেহে ছড়িয়ে পড়া। অন্যদিকে সেই নতুন হোস্টদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থারও কাজ হচ্ছে ক্রমাগত নতুন অনুপ্রবেশকারীর মোকাবেলা করতে থাকা।

এই লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য ভাইরাসগুলো ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটাতে থাকে, যাতে নতুন হোস্ট প্রাণীর ইমিউন সিস্টেম তাদের ঘায়েল করতে না পারে।

সব প্রাণীর দেহেই প্যাথোজেন বনাম ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে পরস্পরকে ধ্বংস করার এই নিরন্তর লড়াই চলতে থাকে।

কী করা যেতে পারে

১. পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা।

২. পরিবেশগত পরিবর্তন ঠেকাতে হবে।

৩. নতুন প্যাথোজেন চিহ্নিত করতে হবে। জানতে হবে কোন কোন প্রাণী তা বহন করছে।

সুত্র-যুগান্তর

নতুন চুল গজাবে ৩ সপ্তাহে

বর্তমান সময়ে চুলপড়ার সমস্যায় ভুগছেন অনেকে। এই চুলপড়া বন্ধ করতে কত কিছুই না করছেন আপনি। তবে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আছে ঘরোয়া সমাধান।

ঘরোয়া কিছু উপাদান আছে, যা ব্যবহারে আপনার নতুন চুল গজাবে। আর কিছু নিয়ম মেনে মাত্র তিন সপ্তাহেই পেতে পারেন নতুন চুল। আসুন জেনে নিই কী করবেন-

১. নতুন চুল গজাতে ব্যবহার করতে পারেন পেঁয়াজের রস। পেঁয়াজের রস আঙুলের সাহায্যে পুরো মাথায় ঘষে লাগাতে হবে। ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

২. মধু, আপেল সিডার ভিনেগার ও ক্যাস্টর প্যেল একসঙ্গে মিশিয়ে চুলের গোড়ায় লাগিয়ে ৪০ মিনিট পর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৩. চুলের যত্নে ব্যবহার করতে পারেন অলিভ অয়েল, অ্যালোভেরা ও মধু । এসব মিশ্রণ দিয়ে হেয়ারপ্যাক বানিয়ে নিন। চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লাগিয়ে রাখুন ২৫ মিনিট। এর পর ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৪. টি ট্রি অয়েল, ল্যাভেন্ডার অয়েল বা রোজমেরি অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। হেয়ার প্যাকের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে ব্যবহার করুন এসব অ্যাসেনশিয়াল অয়েল।

যা খাবেন

প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনসমৃদ্ধ ও আঁশজাতীয় খাবার খেতে হবে। শাকসবজি ও তাজা ফল খান প্রতিদিন। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার রাখুন। অ্যাভোকাডো, ডিম, গাজর এগুলো থেকে পাবেন এই উপাদান।

অ্যালার্জির সমস্যা থেকে বাঁচতে যা করবেন

বাইরে বের হলেই প্রচুর ধুলোবালি। আর এই ধুলোবালি থেকে বাড়ে ঠাণ্ডার সমস্যা। হাঁচি-কাশি হতেই থাকে। আর এ জন্য বাড়ে অ্যালার্জি। অ্যালার্জির সমস্যা বাড়লে খুবই ভয়াবহ হয়। তা এই সমস্যা থেকে বাঁচতে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে। অ্যালার্জি সমস্যা হলে শরীর ও মন দুটোই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু অ্যালার্জি এড়াতে গিয়ে বেশিরভাগ মানুষই মারাত্মক কিছু ভুল করে। এতে বিপদ আরও বেড়ে যায়।

আসুন জেনে নিই অ্যালার্জি থেকে বাঁচতে কী করবেন-

১. অ্যালার্জির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আমরা অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে ফার্মেসিতে গিয়ে ইচ্চামতো ওষুধ কিনে খাই। তবে আপনি জানেন কী? কি কারণে অ্যালার্জি হয়, তা না জেনে ওষুধ খেলে ক্ষতি হতে পারে।

২. বিভিন্ন ফুলের পরাগরেণু বা ধুলোবালি ঘরে ঢুকে পড়লে অ্যালার্জির সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখুন।

৩. কিছু ফল বা সবজি আছে, যা খেলে অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় মুখ, গলায় চুলকানি, অস্বস্তি দেখা দেয়। তাই যেকোনো খাবার খাওয়ার আগে আপনার অ্যালার্জি বেড়ে যায় তেমন খাবার খেতে হবে।

8. জুতা, কাপড়, চুলে লেগে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী ধুলোবালি প্রতিনিয়তই ঘরে ঢুকে যায়। তাই বাইরে থেকে এসে ভালোভাবে কাপড় ও শরীর পরিষ্কার করুন।

৫. অ্যালার্জির সমস্যায় অনেকে নাসাল স্প্রে ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্যই এই স্প্রে ব্যবহারের নিয়ম জানতে হবে। কারণ অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নাকের ভেতরের অংশে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

তথ্যসূত্র: জিনিউজ

অতিরিক্ত মানসিক চাপে চুল পাকে অকালে: গবেষণা

বয়স বাড়ার সঙ্গে চুল পাকা স্বাভাবিক হলেও অকালে চুল পাকা কিন্তু অস্বাভাবিক। অল্প বয়সে চুল পাকলে কপালে ভাঁজ তো পড়বে, আর আপনার যা বয়স তার চেয়ে বেশি বয়সের মনে হবে; যা ব্যক্তিত্বের ওপর বিরুপ প্রভাব ফেলে।

তবে অল্প বয়সে চুল পাকার কারণ হিসেবে এক গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চাল্যকর অনেক তথ্য।বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, শুধু বয়স বাড়লেই চুল পাকে এমন নয়। মানসিক চাপের কারণেও কালো চুল সাদা হয়ে যেতে পারে।

সাও পাওলো ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক চুল পাকার রহস্য উদ্ধারে ইঁদুরের ওপর দীর্ঘদিন পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাদের গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য।

ইঁদুরের ওপর করা ওই গবেষণায় দেখা গেছে, ইঁদুরকে ব্যথা দিলে ত্বক ও চুলের রঙ নিয়ন্ত্রণকারী স্টেমসেল নষ্ট হয়ে যায়। শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসল হরমোন নিঃসৃত হতে থাকে।

এ ছাড়া হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বেড়ে যায়। আর স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং তীব্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এতে চুল বা লোমের রঞ্জক গুটিকায় থাকা স্টেমসেলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব স্টেমসেল ম্যালানিন তৈরি করে। ফলে কুচকুচে কালো ইঁদুরগুলো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পুরোপুরি সাদা হয়ে যায়।

গবেষকদের দাবি, চুল পাকার সঙ্গে ম্যালানোসাইট স্টেমসেলের

সম্পর্ক রয়েছে। এ স্টেমসেল থেকে উৎপাদিত হয় চুল ও ত্বকের রঙ নির্ধারণকারী রঞ্জক ম্যালানিন।

গবেষণার ফল দেখে অবাক হন গবেষকরা। তারা দেখেন– মানসিক চাপের সময় অতিমাত্রায় হরমোন নিঃসরণই অল্প বয়সে চুল পাকার কারণ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক প্রফেসর ইয়া চিয়ে সু বলেন, এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ত্বক ও চুলের এই নির্দিষ্ট পরিবর্তনের জন্য দায়ী মানসিক চাপ।

তিনি বলেন, মানসিক চাপ শুধু শরীরের জন্য খারাপ এমন নয়। মানসিক চাপে রঞ্জক পুনরুৎপাদনকারী স্টেমসেল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। তাই চুল একবার পাকলে যতই চেষ্টা করা হোক চুল পাকা বন্ধ করা যায় না।

তথ্যসূত্র: জিনিউজ

ই-পাসপোর্ট: জেনে নিন কোন রঙের পাসপোর্ট কাদের জন্য

ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে আজ থেকে ই-পাসপোর্টে যাত্রা শুরু বাংলাদেশের।

ই-পাসপোর্টের আবেদন করতে হলে প্রথমে (www.epassport.gov.bd) এই ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে। ওয়েবসাইটে ঢুকে ডিরেক্টলি টু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে (Directly to online application) ক্লিক করতে হবে।

বাংলাদেশে ২২ জানুয়ারি থেকে চালু হয়েছে ই-পাসপোর্ট বিতরণ কর্মসূটি। ই-পাসপোর্ট চালু হলেও বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য আগের মতোই তিন রঙের পাসপোর্ট চালু থাকবে।

আসুন জেনে নিই কোন রঙের পাসপোর্ট কাদের জন্য

পাসপোর্টের তিন রঙ

বাংলাদেশে মূলত তিন রঙের পাসপোর্ট চালু আছে। এই তিনটি রঙ ভিন্ন

ধরন ও ব্যবহার নির্দেশকারী প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদফতরের পরিচালক মোহাম্মদ আবু সাঈদ বলেন, প্রথমে পাসপোর্ট ছিল তিন ধরনের। অর্ডিনারি বা সাধারণ পাসপোর্ট, স্পেশাল বা বিশেষ পাসপোর্ট এবং ডিপ্লোম্যাটিক বা কূটনৈতিক পাসপোর্ট।

বিশেষ পাসপোর্ট কেবলমাত্র ভারতে যাবার জন্য ইস্যু করা হতো বলে সেটি ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট নামেও পরিচিত ছিল।
২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশি সাধারণ পাসপোর্টের রঙ ছিল সবুজ, আর কূটনৈতিক পাসপোর্ট ছিল লাল রঙের। এ ছাড়া ইন্ডিয়ান পাসপোর্টের রঙও ছিল লাল। তবে সেটি কূটনৈতিক পাসপোর্টের চেয়ে কিছুটা আলাদা রঙের। ২০১০ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের সব পাসপোর্ট হাতে লেখা ছিল। কিন্তু ২০১০ সালে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন আইকাওয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী– মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট বা এমআরপি চালু করা হয়।

কোন পাসপোর্ট কার জন্য?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাসপোর্টের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু যে দেশ যে রঙ এরই পাসপোর্ট দিক না কেন, সেটি অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন আইকাওর কাছ থেকে পাসপোর্ট এর রঙের আর নকশার ছাড়পত্র নিতে হয়।

তবে সাধারণভাবে পৃথিবীতে লাল, নীল, সবুজ ও কালো এই চারটি রং এর ভিন্ন ভিন্ন ডের হয়।

বাংলাদেশে সাধারণভাবে সকলের জন্য সবুজ রং এর পাসপোর্ট চালু থাকলেও, দেশে আরো দুটি রং অর্থাৎ নীল এবং লাল পাসপোর্ট চালু রয়েছে।

কাদের জন্য কোন রঙ এর পাসপোর্ট?

সবুজ পাসপোর্ট

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পরিচালক সাঈদ বলেন, জন্ম ও বৈবাহিক উভয় সূত্রে বাংলাদেশের সব নাগরিকের জন্য সবুজ পাসপোর্ট। এই রঙের পাসপোর্টে বিদেশে গমনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসার প্রয়োজন হয়।

নীল পাসপোর্ট

নীল রঙের পাসপোর্টকে বলা হয় অফিসিয়াল পাসপোর্ট। সরকারি কাজে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী দেশের বাইরে ভ্রমণ করতে হলে এই অফিসিয়াল পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়। এ পাসপোর্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের অনুমোদন বা গভর্নমেন্ট অর্ডার (জিও) প্রয়োজন হয়। নীল পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা অন্তত ২৭ দেশে বিনাভিসায় ভ্রমণ করতে পারবেন।

লাল পাসপোর্ট

লাল পাসপোর্টকে বলা হয় ডিপ্লোম্যাটিক বা কূটনৈতিক পাসপোর্ট। এই পাসপোর্ট পাবেন রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য এবং তাদের স্পাউস অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী।

এ ছাড়া উচ্চতর আদালতের বিচারপতি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রধান, মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিদেশে বাংলাদেশি মিশনের কর্মকর্তারা লাল পাসপোর্ট পান। লাল পাসপোর্ট যাদের আছে, তাদের বিদেশ ভ্রমণের জন্য কোনো ভিসা প্রয়োজন হয় না। তারা সংশ্লিষ্ট দেশে অবতরণের পর অন-অ্যারাইভাল ভিসা পান।

তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা